তথ্য
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

6

17 FEB 1989
তারিখ
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

ইসলামী শিক্ষা পরিকল্পনায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

সৈয়দ আলী আশরাফ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

চতুর্থতঃ অধিকাংশ মুসলিম দেশে এখন এমন সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে যারা শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী ধারা পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছেন, তারা কিছু কিছু স্কুল-কলেজ চালু করেছে সেখানে শিক্ষকরা শিক্ষা এবং স্কুল পরিবেশকে ইসলামী রূপ দিতে চান। ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপারে কথাটা বেশ খাটে। সেখানে ডঃ নাসিরের অনুগামীরা বহু বেসরকারী স্কুল চালাচ্ছেন। মালয়েশিয়ার এবিআইএম, বাংলাদেশের ইসলামিক একাডেমি, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি এবং মসজিদ সমাজ, নাইজেরিয়ার ইসলামিক এডুকেশন ট্রাষ্ট এবং অন্যান্য ছোট ছোট এবং অন্যান্য বহু দেশে অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্কুল চালাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লারা মোহাম্মদ স্কুল, নিউ মেক্সিকোতে দার-এস-সালাম ইনষ্টিটিউশনসমূহ, লণ্ডনের ব্রেন্ট-এ ইসলামিয়া স্কুল এবং ইংলণ্ডে এ ধরনের অন্যান্য স্কুল এগুলো সবই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান; ইসলামী আদর্শ প্রচারে এগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কিন্তু সম্ভবতঃ এগুলোই কার্যকর প্রচেষ্টা। এভাবেই বিশ্বের মুসলমানদের জন্য আদর্শ স্কুলসমূহ গড়ে উঠতে পারে। এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সমন্বয়। এ পথে কিছু কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। মুসলিম এডুকেশন সার্ভিসেস কিছু সিলেবাস দিয়ে দিয়েছে। ক্যাম্বি্রজের ইকরা এবং ইসলামিক একাডেমি আরো উন্নয়ন সাধনের পথে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আরো অনেক কিছু করতে হবে।

এ থেকেই আসবে পঞ্চম কল্যাণ; আর এই কল্যাণ আসবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের মাধ্যমে। ক্যাম্বি্রজের ইসলামিক একাডেমি প্রাকৃতিক ও সমাজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষাদানি বিষয়ে দার-আল-ইসলাম-এর মাদ্রাসা খালিদ আল- ইসলামিয়া এবং ইসলামিক স্কুল ট্রাষ্ট-এর পরিচালিত ইসলামিক স্কুলের শিক্ষকদের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা করেছে। ক্যাম্বি্রজের ইসলামিক একাডেমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়ানোর একটি মৌলিক পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করেছেন এবং সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য করেছে আরেকটি পাঠ্যসূচী। এই দুই স্কুল এগুলো নিয়ে গবেষণা করছে এবং অতঃপর প্রতি বছর শেষে মত বিনিময় এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধন সংস্কারের পর অন্যান্য মুসলিম স্কুলে প্রচলনের জন্য একটি আদর্শ পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে। ইতিমধ্যেই একটি আন্তর্জাতিক কর্মশিবিরে এক সপ্তাহকাল প্রকৃতি প্রাকৃতিক বিতান ও সমাজ বিজ্ঞানের আদর্শ পাঠ্যসূচী ও অনুশীলনী প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে আলাপ- আলোচনা করা হয়। ইসলামিক একাডেমি এই কর্মশিবিরের আয়োজন করেছে।

ষষ্ঠ কল্যাণ হচ্ছে, আরো গবেষণা, পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং এ ধরনের গবেষণা কাজ প্রকাশনা। কিন্তু এ ধরনের কাজ শুধু গুটি কয়েকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; এ ধরনের কেন্দ্রে কারিত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য যদি মুসলিম দেশগুলো গ্রহণ না করে তাহলে এসব গবেষণা কর্মের সাফল্য থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো উপকৃত হতে পারে। কর্তৃপক্ষগুলো যদি সহযোগিতা করে তাহলে সিদ্ধান্তসমূহের উপর সঠিক দিক দর্শনের আলোকে প্রভাব ফেলা সহজ হয়ে যায়। বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগ ইসলামিক একাডেমির সাথে সহযোগিতা করেছে এবং ইসলামিক একাডেমি প্রতি বছর সে দেশকে দশটি স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। বি, এড ও এম এড কোর্সে পাঠরত ভাবী শিক্ষকরা এসব স্কলারশিপ পান, তারা আমাদের নির্ধারিত অনেকগুলো বিষয়ের যে কোন একটিতে গবেষণা কর্ম করেন এবং তার উপর নিবন্ধ পেশ করেন। কিন্তু মনে হয়, এমন কি তাদের তত্ত্বাবধায়কদেরও প্রশিক্ষণ আর দিক নির্দেশনার দরকার আছে। সরকার শিক্ষক-শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজসমূহের শিক্ষকদেরকে বিশেষ ট্রেনিং প্রদানের জন্য আমাদের প্রস্তাবের সাথে একমত হতে পারেন।

এই ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়োজিত রাখার সপ্তম কল্যাণ নিহিত রয়েছে—কিভাবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা প্রদান করতে হবে সে ব্যাপারে শিক্ষকদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ইসলামিক একাডেমি ১৯৮৬ সালে নিউ মেক্সিকোর দার-আল-ইসলাম-এ এ ধরনের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। আমেরিকার বেশ কয়েকজন বহু বিশিষ্ট মুসলিম শিক্ষক এই ট্রেনিংয়ে যোগ দেন।

অন্য যে সব বেসরকারী সংস্থা সঠিক পথে মূল্যবান পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সেগুলো হচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। আমি যদ্দূর জানি, মাত্র দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ; তারা এ ব্যাপারে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এসব পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হতে পারে। এগুলো হচ্ছে মালায়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামাবাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলসমূহ এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক তৈরী করতে পারে। তারা প্রতিটি বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ সংশোধিত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতে পারে। এসব কোর্সের জন্য শিক্ষক তৈরী করতে তারা পরিকল্পনা তৈরী করতে পারে। শিক্ষাকে ইসলামীকরণের ক্ষেত্রে যারা কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের নির্দেশনায় এসব শিক্ষক ট্রেনিং নিতে পারে। কিন্তু এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো মৌলিক অসুবিধে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের কর্মতৎপরতার ধর্মীয় পরিধির আরেকটু সম্প্রসারণ বলে মনে করেন। তারা দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটাকে নমুনা বলে মনে করেন না। ধর্মনিরপেক্ষতা তথা ইসলামের দ্বৈতবাদের নিষ্পেশনে এসব সরকার জর্জরিত; ইসলামী আদর্শের সাথে সরকার সহযোগিতা না করলে এই দ্বৈত নিষ্পেশনে তারা জর্জতির হতে থাকবে। ইসলামীকরণের পথে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিবন্ধতা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী মনোভাব। এই জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে কর্তৃপক্ষ বলে যে, শিক্ষাকে ইসলামীকরণ করতে গিয়ে সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা করা যাবে না। আমাদের সাময়িকীর গত সংখ্যায় আমরা উল্লেখ করেছি কিভাবে বিভিন্ন বিশ্বাস, বিভিন্ন সংস্কৃতির লোক বিশ্বাসকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে খাড়া করতে পারে। এখানেও বেসরকারী ইসলামী সংস্থাসমূহ বিকল্প পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তবে এসব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার ইসলামীকরণের ব্যাপারে তারা প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনকরণে এবং সে ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট ঐক্যমতে পৌঁছবে; অতঃপর অন্যান্য যে সব ধর্মীয় গ্রুপ নিজ নিজ ধর্মকে শিক্ষার ভিত্তি করার জন্য আজ করে যাচ্ছে তাদের সাথে ইসলামী বেসরকারী সংস্থাগুলো আলোচনা করতে পারে। যেমন লণ্ডনের খ্রীষ্টান ষ্টাডিজ ও কিংস কমোজের ফার্মিংটন ইনস্টিটিউট খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিমধ্যেই গভীরভাবে কাজ শুরু করেছে। তাদের বেসরকারী সংস্থাসমূহ এ ধরনের কাজে ব্যাপৃত হয়েছে; তাই আমাদের মুসলিম সংস্থাগুলোরও নিজ নিজ কর্ম পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা দরকার; অতঃপর খ্রীষ্টান ও ইসলামী শক্তিগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হতে পারে যাতে তারা একত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপক শক্তির বিরোধিতা করতে পারে। ইসলামিক একাডেমি তার ধর্মীয় সংস্থাসমূহকে এ ধরনের কাজে এগিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে যাতে এসব আলাপ-আলোচনা পরিণতিতে ধর্মীয় সংস্থাগুলোর একটা সম্মেলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

অবশ্য সেব সংস্থাকে মানব জাতির জন্য শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে এক আল্লাহ এবং নৈসর্গিক মূল্যবোধের প্রতি ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করাব কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। এই উপায় অবলম্বন করলেই মুসলমানরা নিজস্ব সংস্কৃতি আর স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হবে। অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের সাথে একযোগে কাজ করলেও মুসলিম স্বীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমরা আশা করি, এ ধরনের পদক্ষেপের ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শনের বদলে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক দর্শনের বিভিন্ন বিশ্বাস বিভিন্ন সংস্কৃতির পাঠ্যসূচী প্রণীত হবে। (মুসলিম এডুকেশন কোয়ার্টারলি, ক্যাম্বি্রজ-এর সৌজন্যে)

ভাষান্তর: মোঃ নূরুল হোসেন